চার্বাক দর্শনে দেহাত্মবাদ: একটি সামগ্রিক ও বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা

ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের '*An Introduction to Indian Philosophy*' গ্রন্থ অনুসরণে বিশদ প্রাতিষ্ঠানিক নোট

বিষয়: ভারতীয় দর্শন (জড়বাদ ও আত্মাতত্ত্ব) | লক্ষ্যমাত্রা: স্নাতকোত্তর ও স্নাতক সহায়িকা | আনুমানিক শব্দসংখ্যা: ১৫০০+

১. ভূমিকা ও দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত

ভারতীয় দর্শনের সুবিশাল ইতিহাসে চার্বাক বা লোকায়ত দর্শন এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, দুঃসাহসী ও বৈপ্লবিক ধারা হিসেবে চিহ্নিত। বেদ-উপনিষদের আধ্যাত্মিক আবহ এবং অন্যান্য আস্তিক-নাস্তিক সম্প্রদায়ের যখন নিত্য, অবিনশ্বর, দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, ঠিক তখনই চার্বাক দার্শনিকগণ প্রচলিত যাবতীয় ভাববাদী অনুমিতি ও বিশ্বাসকে অস্বীকার করে এক বিশুদ্ধ জড়বাদী (Materialistic) তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। ভারতীয় দর্শনে এই তত্ত্বটি **'দেহাত্মবাদ'** (Dehātmavāda) বা **'ভূতচৈতন্যবাদ'** নামে সুপরিচিত।

ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত তাঁদের প্রামাণ্য গ্রন্থ *An Introduction to Indian Philosophy*-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে চার্বাক তত্ত্বের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাধারণ মানুষের কাছে 'চার্বাক' কথাটি অনেক সময় স্থূল বস্তুবাদ বা নিন্দাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হলেও তাত্ত্বিক দর্শনের ইতিহাসে এর তাৎপর্য অপরিসীম। চার্বাক দর্শন সনাতন বিশ্বাস ও শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যুক্তির অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করে ভারতীয় দর্শনকে অন্ধ গোঁড়ামি ও আধ্যাত্মিক নিদ্রা থেকে মুক্ত করেছিল। চার্বাক দেহাত্মবাদের মূল ভিত্তি কোনো অলীক কল্পনা নয়, বরং তাদের কঠোর ও সুসংবদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology)। এই মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য হলো—দেহাতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র, শাশ্বত ও অমূর্ত আত্মার অস্তিত্ব নেই; চৈতন্যবিশিষ্ট সজীব মানবদেহই হলো প্রকৃত আত্মা।

২. জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি: প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদ

চার্বাক আত্মাতত্ত্বকে বুঝতে হলে প্রথমেই তাদের জ্ঞানতত্ত্ব বা প্রমাণতত্ত্ব পর্যালোচনা করা আবশ্যক। চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন যে, চার্বাক সম্প্রদায়ের সমগ্র অধিবিদ্যা তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় দর্শনে যথার্থ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং প্রমা লাভের উপায়কে বলা হয় 'প্রমাণ'। চার্বাক মতে—**"প্রত্যক্ষমেব একং প্রমাণম্"**, অর্থাৎ প্রত্যক্ষই হলো যথার্থ জ্ঞানের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস।

চার্বাকগণ অন্যান্য সম্প্রদায় স্বীকৃত অনুমান (Inference) এবং শব্দ বা আপ্তবাক্যকে (Testimony) স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে দৃঢ়ভাবে বর্জন করেছেন। তাঁদের যুক্তি হলো:

- **অনুমানের অনিশ্চয়তা ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের অসম্ভবতা:** অনুমান সর্বদাই হেতু ও সাধ্যের মধ্যে বিদ্যমান সার্বিক ও শর্তহীন সাহচর্য বা 'ব্যাপ্তি' (Vyāpti) সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল (যেমন—যেখানেই ধূম, সেখানেই বহ্নি)। কিন্তু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত ক্ষেত্রকে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সীমানায় আনা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের দ্বারা সার্বিক ব্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আবার ব্যাপ্তিকে অপর কোনো অনুমানের দ্বারা প্রমাণ করতে গেলে 'অনবস্থা' বা 'চক্রক' দোষ (Petitio principii) ঘটে। অতএব, অনুমান সংশয়হীন জ্ঞানের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।
- **শব্দ প্রমাণের অপ্রামাণ্যতা:** শব্দ বা আপ্তবাক্যের গ্রহণযোগ্যতাও মূলত বক্তার বিশ্বাসযোগ্যতার অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এছাড়া চার্বাকদের মতে বেদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে একদল স্বার্থান্বেষী ও চতুর পুরোহিতের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র, যার কোনো বাস্তবিক প্রামাণ্য ভিত্তি নেই।

জ্ঞানতত্ত্বের এই কঠোর প্রত্যক্ষনির্ভর মানদণ্ডকে যখন আত্মাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: আত্মা কি কোনোদিন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে? চার্বাক উত্তর দেন—না। ইন্দ্রিয় দিয়ে কোনো দেহহীন, অশরীরী বা নিত্য আত্মাকে কখনোই দেখা যায় না। যেহেতু প্রত্যক্ষের অতীত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করা যায় না, সেহেতু দেহাতিরিক্ত কোনো অতীন্দ্রিয় আত্মার কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব ও ভিত্তিহীন।

> **চার্বাক দেহাত্মবাদের কেন্দ্রীয় সূত্র:**
> **"চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায় এব আত্মা" / "চৈতন্যবিশিষ্ট দেহ এব আত্মা"**
> — অর্থাৎ, চৈতন্যযুক্ত জীবন্ত সজীব দেহই হলো আত্মা; দেহ ছাড়া আত্মার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

৩. ভূতচতুষ্টয়বাদ ও চৈতন্যের উৎপত্তি

ভারতীয় দর্শনের অপরাপর ধারাগুলি সাধারণত পাঁচটি মহাভূত স্বীকার করে—ক্ষিতি (মাটি), অপ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বায়ু) এবং ব্যোম বা আকাশ (ইথার)। কিন্তু চার্বাক দার্শনিকগণ আকাশকে পঞ্চম ভূত হিসেবে অস্বীকার করেন, কারণ আকাশ কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়

না; একে অনুমান করতে হয়। ফলে চার্বাক মতে বিশ্বজগৎ কেবলমাত্র চারটি দৃশ্যমান উপাদান বা **ভূতচতুষ্টয়** দ্বারা গঠিত—ক্ষিতি, অপ, তেজ এবং মরুৎ।

এখন স্বাভাবিকভাবেই একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়: জড় ভূতগুলির নিজস্ব কোনো চৈতন্য নেই। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি বা বায়ু প্রত্যেকেই অচেতন। তাহলে এই চারটি অচেতন জড় উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত মানবদেহে কীভাবে চৈতন্যের স্ফুরণ ঘটে?

চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত উল্লেখ করেছেন যে, চার্বাকগণ অত্যন্ত চমৎকার দুটি বাস্তব ও ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই আপত্তির খণ্ডন করেছেন:

1. **তাম্বুল, চূর্ণ ও খদিরের দৃষ্টান্ত:** পান (তাম্বুল), চুন (চূর্ণ) এবং খয়ের বা সুপারি—এদের কোনোটির মধ্যেই পৃথকভাবে রক্তবর্ণ থাকে না। পানের বর্ণ সবুজ, চুনের বর্ণ সাদা এবং খয়েরের বর্ণ বাদামী। কিন্তু এই উপাদানগুলি যখন একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে একত্রিত করে চর্বণ করা হয়, তখন একটি সম্পূর্ণ নতুন গুণ হিসেবে উজ্জ্বল 'রক্তবর্ণ' প্রকাশ পায়। ঠিক তেমনই ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ নামক অচেতন উপাদানগুলি একটি বিশেষ জৈবিক বিন্যাসে মানবদেহের আকারে সম্মিলিত হলে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফল হিসেবে এক নতুন গুণরূপে 'চৈতন্য' বা চেতনার জন্ম হয়।
2. **কিণ্ব বা গুড়ের সন্ধানজাত মাদকতা শক্তি:** গুড়, মহুয়া বা পিষ্টকজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মাদকতা শক্তি বা নেশা থাকে না। কিন্তু দীর্ঘদিন ভিজিয়ে রেখে সন্ধান (Fermentation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পচানো হলে তাতে তীব্র মাদকতা শক্তি উৎপন্ন হয়। একইভাবে জড় ভূতগুলির বিশেষ সান্নিধ্যে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে।

আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় চার্বাকদের এই মতবাদকে বলা হয় **'উপজাতধর্মবাদ'** (Epiphenomenalism বা Emergent Materialism)। চৈতন্য কোনো স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নয়; এটি জড়দেহেরই একটি গৌণ উপজাত গুণ (By-product)। দেহ বিনষ্ট হলে এই চৈতন্যেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪. দেহাত্মবাদের সপক্ষে চার্বাক যুক্তি ও লোকপ্রতীতি

চার্বাক দার্শনিকগণ কেবল তত্ত্বকথায় সীমাবদ্ধ থাকেননি; তাঁরা আমাদের দৈনন্দিন ভাষাগত ব্যবহার ও প্রত্যক্ষ আত্মানুভূতির বিশ্লেষণ করে দেহাত্মবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থটিতে চার্বাকদের যেসব প্রধান প্রমাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিচে বিশদভাবে বিবৃত হলো:

ক. 'অহং' প্রত্যয়ের দেহবাচকতা: লোকব্যবহারে আমরা প্রতিনিয়ত বলি—"আমি স্থূল" (I am fat), "আমি কৃশ" (I am thin), "আমি গৌরবর্ণ", "আমি খর্ব" কিংবা "আমি অন্ধ/খোঁড়া"। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক বাক্যে 'আমি' বা আত্মাবাচক শব্দের সাথে স্থূলতা, কৃশতা, অন্ধত্ব প্রভৃতি দৈহিক গুণের অভেদ সম্বন্ধ সূচিত হয়। স্থূলতা বা কৃশতা কখনো কোনো অমূর্ত, অশরীরী আত্মার গুণ হতে পারে না; তা প্রত্যক্ষভাবেই স্থূল দেহের গুণ। সুতরাং 'আমি' এবং 'দেহ' মূলত এক ও অভিন্ন। যদি দেহ ছাড়া কোনো ভিন্ন আত্মা থাকত, তবে "আমার দেহটি স্থূল" এরূপ ভেদজ্ঞান হতো, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রতীতিতে দেহ ও আত্মার মধ্যে কোনো দ্বৈততা থাকে না।

খ. অন্বয়-ব্যতিরেকী সম্পর্ক: চার্বাকদের মতে চৈতন্য এবং দেহের সম্পর্ক কার্যকারণমূলক প্রত্যক্ষ সাহচর্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জীবিত দেহের উপস্থিতিতেই চৈতন্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় (অন্বয়), এবং দেহের বিনাশ ঘটলে চৈতন্যেরও বিলোপ ঘটে (ব্যতিরেক)। দেহের অতিরিক্ত কোনো চৈতন্যময় সত্তাকে কখনোই প্রত্যক্ষ করা যায় না। যে গুণের অস্তিত্ব কোনো নির্দিষ্ট আধারের অস্তিত্বের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, সেই গুণটি সেই আধারেরই ধর্ম। সুতরাং চৈতন্য সজীব দেহেরই সহজাত ধর্ম।

গ. মৃতদেহে চৈতন্যের অভাব: কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার দেহের ইন্দ্রিয়-সংস্থান ও ভৌতিক উপাদানগুলির বিশেষ বিন্যাস ভেঙে পড়ে। ফলে চৈতন্য তিরোহিত হয়। যদি আত্মা দেহাতীত ও অবিনশ্বর হতো, তবে দেহ নষ্ট হলেও তার উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যেত; কিন্তু বাস্তবে মৃত্যুর পর চৈতন্যের আর কোনো লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না।

৫. চার্বাক দেহাত্মবাদের বিভিন্ন স্তর ও প্রকারভেদ

যদিও চার্বাক মত সাধারণভাবে দেহাত্মবাদ নামে একীভূতভাবে পরিচিত, তথাপি দার্শনিক সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুযায়ী চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মাকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে চারটি স্বতন্ত্র ধারার বিকাশ ঘটেছিল। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থে (যেমন সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসার ও মাধবাচার্যের সর্বদর্শনসংগ্রহ) এই স্তরভেদ বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে:

শাখা / মতবাদ	আত্মার পরিচয়	যুক্তির স্বরূপ	প্রধান সীমাবদ্ধতা
১. স্থূল দেহাত্মবাদ	স্থূল প্রত্যক্ষ শরীরই আত্মা	"আমি মোটা", "আমি রোগা"—ইত্যাদি সার্বজনীন লোকব্যবহারই এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ।	মৃতদেহে শরীর থাকা সত্ত্বেও চৈতন্যের অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারে না।
২. ইন্দ্রিয়াত্মবাদ	চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই আত্মা	ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকলে জ্ঞান হয়, ইন্দ্রিয় নষ্ট হলে (যেমন অন্ধ হলে) সেই রূপজ্ঞান থাকে না। "আমি দেখছি"—এরূপ প্রতীতি।	একটি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হলেও ব্যক্তির আত্মসচেতনতা ও স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না।
৩. প্রাণাত্মবাদ	প্রাণ বা প্রাণবায়ুই প্রকৃত আত্মা	সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় থাকলেও শ্বাসপ্রশ্বাস চালু থাকে এবং জীবন অটুট থাকে।	প্রাণ জড় শক্তি মাত্র; এতে ইচ্ছা, অনুভূতি ও বিচারশক্তির স্বতন্ত্র কেন্দ্র অনুপস্থিত।
৪. মনশ্চৈতন্যবাদ (মনাত্মবাদ)	অভ্যন্তরীণ অন্তঃকরণ বা মনই আত্মা	মন সজাগ থাকলে জ্ঞান হয়, অন্যমনস্ক হলে ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না।	মন ইন্দ্রিয়বিশেষ মাত্র, যা দেহের বিনাশের সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই চারটি স্তরের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে চার্বাকরা একমত যে, চৈতন্য ভৌতিক কাঠামোর ঊর্ধ্বে কোনো স্বাধীন নিত্য বস্তু নয়; তা দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণের যৌগিক সমাহারে জাত একটি জৈবিক বৈশিষ্ট্য মাত্র।

৬. দেহাত্মবাদের অধিবিদ্যাগত ও নৈতিক পরিণতি

দেহাত্মবাদ চার্বাক দর্শনের নিছক একটি খণ্ড তত্ত্ব নয়; বরং এটি তাদের সমগ্র বিশ্বদর্শন ও নীতিদর্শনের ভিত্তিপ্রস্তর। আত্মা যদি দেহরূপ ভৌতিক উপাদানসমূহের বিনাশশীল সংমিশ্রণ মাত্র হয়, তবে প্রচলিত ধর্ম ও দর্শনের প্রধান স্তম্ভগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যায়:

- **জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলের খণ্ডন:** আত্মা যদি দেহের সাথেই ভস্মীভূত হয়ে যায়, তবে পূর্বজন্ম বা পুনর্জন্মের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ"—যে দেহ শ্মশানে ছাই হয়ে গেছে, তার আবার ফিরে আসা কীভাবে সম্ভব? ফলে পরলোকে শুভ বা অশুভ কর্মের ফল ভোগের যে তত্ত্ব সনাতন ধর্মে প্রচলিত, তা চার্বাকদের কাছে নিছক অলীক কুসংস্কার। অদৃষ্ট বা অপূর্বর মতো কোনো অদৃশ্য নৈতিক নীতিকে তাঁরা স্বীকার করেন না।
- **ঈশ্বরের অপ্রয়োজনীয়তা ও স্বভাববাদ:** চার্বাক মতে জগৎ কোনো পরমেশ্বর বা ঐশ্বরিক আত্মার দ্বারা সৃষ্ট নয়। জড় ভূতের নিজস্ব অন্ধ ও অন্তর্নিহিত ধর্মের ফলেই জগৎ ও দেহের সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বকে বলা হয় স্বভাববাদ (Naturalism) বা যদৃচ্ছাবাদ (Accidentalism)।
- **মোক্ষের পুনর্ব্যাখ্যা:** ভারতীয় দর্শনে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হিসেবে মোক্ষ বা মুক্তিকে স্বীকার করা হয়েছে, যা সমস্ত দুঃখের চিরতরে অবসান বোঝায়। চার্বাকরা বলেন, জীবিত অবস্থায় দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অসম্ভব, কারণ দেহই দুঃখের আধার। সুতরাং মৃত্যুর মাধ্যমেই দেহের সকল বেদনার অবসান ঘটে। তাই চার্বাকের অমোঘ ঘোষণা—**"মরণমেব অপবর্গঃ"** (মৃত্যুই চরম মুক্তি)।
- **মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিগত সুখবাদ (Hedonism):** পরকাল ও পাপ-পুণ্য ভিত্তিহীন হওয়ায় মানবজীবনের একমাত্র যৌক্তিক ও বুদ্ধিদীপ্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত বর্তমান জীবনে সর্বাধিক পরিমাণ শারীরিক ও মানসিক সুখ উপভোগ করা। সামান্য দুঃখের ভয়ে জীবনের কাম্য সুখ পরিহার করা মূর্খতা—যেমন খোসার ভয়ে কেউ ধান ত্যাগ করে না, কিংবা কাঁটার ভয়ে কেউ মাছ খাওয়া ছাড়ে না। বর্তমানের একটি নিশ্চিত কড়ি ভবিষ্যতের অনিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

> **চাটুকার ও বিদগ্ধ চার্বাকের প্রভেদ (Suśikṣita vs. Dhūrta Cārvāka):**
> চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত তাঁদের গ্রন্থে অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে দেখিয়েছেন যে, সকল চার্বাকই লাগামহীন ইন্দ্রিয়সুখবাদী বা 'ধূর্ত' ছিলেন না। সমাজে একশ্রেণির 'সুশিক্ষিত চার্বাক' ছিলেন, যাঁরা সমাজশৃঙ্খলার গুরুত্ব বুঝতেন এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্র বর্ণিত ৬৪টি চারুকলার অনুশীলনের মাধ্যমে মার্জিত, সুসংযত ও নান্দনিক সুখভোগের পক্ষপাতী ছিলেন।

৭. প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় দার্শনিকদের দ্বারা দেহাত্মবাদের তীব্র সমালোচনা

চার্বাক দেহাত্মবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ভারতীয় দর্শনের প্রায় প্রতিটি আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তিজাল বিস্তার করেছে। চট্টোপাধ্যায় ও দত্তের গ্রন্থে জৈন ও ন্যায় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে চার্বাক আত্মাতত্ত্বের যে গভীর খণ্ডন পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ:

ক. জৈন দার্শনিক গুণরত্নের খণ্ডনযুক্তি

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে জৈন তার্কিক গুণরত্নের যুক্তি বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে:

1. **উপাদানে গুণহীনতা থেকে গুণের উৎপত্তির অযৌক্তিকতা:** অচেতন জড় ভূতে যে চৈতন্যের কোনো অস্তিত্ব নেই, তা চার্বাকরাও মানেন। কিন্তু প্রত্যক্ষবাদী হয়ে তারা কীভাবে বিশ্বাস করেন যে অচেতন জড়ের মিশ্রণে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চৈতন্য জন্ম নেবে? জগতে এমন কোনো প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত নেই যেখানে অচেতন বস্তু কোনো সচেতন অভিভাবক ছাড়াই নিজে নিজে জীবন্ত দেহ রচনা করেছে।

2. **ব্যতিরেক ব্যভিচার দোষ (সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা):** যদি দেহই চৈতন্যের উপাদান-কারণ হতো, তবে যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ চৈতন্য থাকা বাধ্যতামূলক হতো। কিন্তু সুষুপ্তি, গভীর মূর্চ্ছা বা সদ্যমৃত ব্যক্তির দেহে সমস্ত ভৌতিক উপাদান উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোনো চৈতন্য থাকে না। অতএব দেহ চৈতন্যের পর্যাপ্ত কারণ নয়।
3. **দেহ যান্ত্রিক রথ, আত্মা তার চালক:** একটি গতিশীল রথ যেমন নিজে নিজে চলতে পারে না, কোনো সচেতন সারথির প্রয়োজন হয়; ঠিক তেমনি আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত ভৌতিক দেহটি একটি সচেতন আত্মা দ্বারা চালিত হয়।
4. **"আমি স্থূল"—প্রতীতির লাক্ষণিক অর্থ:** লোকব্যবহারে "আমি মোটা" বা "আমি রোগা" বলা হলেও তা আসলে গৌণ বা লাক্ষণিক (Figurative) প্রয়োগ। যেমন গৃহস্বামী যখন বলেন "আমার বাড়ি পুড়ছে", তখন তিনি নিজেকে বাড়ির সাথে অভিন্ন ভাবেন না। দেহাতিরিক্ত আত্মাই অনুরাগের বশে দেহকে 'আমি' বলে নির্দেশ করে।

খ. ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের সমালোচনা: স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার সংকট

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে নৈয়ায়িকদের আত্মাতত্ত্ব আলোচনার সময় চার্বাক দেহাত্মবাদের মারাত্মক গলদটি স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে:

- **স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞার (Recognition) ব্যাখ্যায় ব্যর্থতা:** চিকিৎসাবিজ্ঞান ও সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, শৈশবের দেহ, যৌবনের দেহ এবং বার্ধক্যের দেহ উপাদানগতভাবে ক্রমাগত রূপান্তরিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। দেহ যদি আত্মা হতো, তবে বাল্যকালে যে শিশুটি কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল, বৃদ্ধাবস্থায় সেই ভিন্ন দেহের অধিকারী ব্যক্তির তা মনে থাকার কথা নয়। কারণ একজনের প্রত্যক্ষ অন্যজন স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ আজীবন স্মৃতির ঐক্য অনুভব করে—"আমি সেই ব্যক্তি যে শৈশবে মাতৃদুগ্ধ পান করেছিল"। এই প্রত্যভিজ্ঞা প্রমাণ করে যে দেহের পরিবর্তনের মধ্যেও এক অবিনশ্বর, অপরিবর্তনশীল জ্ঞাতা বিরাজমান।
- **নৈতিক সংকট (কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগম):** যদি দেহ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয় এবং দেহাতিরিক্ত কোনো আত্মা না থাকে, তবে পূর্বমুহূর্তে করা কর্মের ফল পরবর্তী দেহের ওপর বর্তাবে, যা 'কৃতনাশ' (নিজের কাজের ফল নষ্ট হওয়া) এবং 'অকৃতাভ্যাগম' (অন্যের না-করা কাজের ফল ভোগ করা) নামক ঘোর নৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি করবে।

৮. উপসংহার ও আধুনিক মূল্যায়ন

পরিশেষে, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ধীরেন্দ্রমোহন দত্তের বিশ্লেষণকে সামনে রেখে বলা যায় যে, চার্বাক দেহাত্মবাদ কেবল একটি ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক তত্ত্ব নয়; এটি ছিল ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড বৌদ্ধিক ঝাঁকুনি। গ্রিক দর্শনে এপিকিউরাস বা ডেমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে হবস বা সাম্প্রতিক শারীরবাদী স্নায়ুবিজ্ঞান (Physicalism & Cognitive Neuroscience)—যেখানে মন ও চৈতন্যকে মস্তিষ্কের জটিল নিউরো-বায়োলজিক্যাল প্রক্রিয়ার কার্য হিসেবে দেখা হয়—তার সাথে চার্বাক ভূতচৈতন্যবাদের গভীর সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

পশ্চিমা দর্শনে ডেভিড হিউম যেভাবে কান্তকে তাঁর "ডগমেটিক নিদ্রা" থেকে জাগ্রত করেছিলেন, চার্বাক দার্শনিকগণও তেমনি প্রত্যক্ষ ও যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে সমস্ত অপ্রমাণিত আধ্যাত্মিক প্রত্যয়কে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকদের আরও বেশি সুসংহত, সতর্ক ও সমালোচনামূলক হতে বাধ্য করেছিলেন। দেহাতীত অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে চার্বাকদের তোলা প্রশ্নগুলি আজও দর্শনের জগতে এক চিরন্তন উদ্দীপনা হিসেবে দেদীপ্যমান।

আকর গ্রন্থ ও সহায়িকা নির্দেশিকা:

1. চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র এবং দত্ত, ধীরেন্দ্রমোহন — *An Introduction to Indian Philosophy* (University of Calcutta / Rupa Publications, সপ্তম সংস্করণ), অধ্যায় ১ (সাধারণ ভূমিকা), অধ্যায় ২ (চার্বাক দর্শন), অধ্যায় ৩ (জৈন দর্শন) এবং অধ্যায় ৫ (ন্যায় দর্শন)।
2. মাধবাচার্য — সর্বদর্শনসংগ্রহ (চার্বাকদর্শনম্)।
3. গুণরত্ন — ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-বৃত্তি (লোকায়তমত পর্যালোচনা)।